প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর শৈশবকাল

মাসুম আহমদ
ছাত্র, ৪র্থ বর্ষ, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আমাদের প্রিয় নবী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন যে, শেষ যুগে বা আখেরী যুগে মুসলমানদের অবস্থা হবে শোচনীয়। মুসলমানদের মধ্য থেকে ঈমান হারিয়ে যাবে। সেই ঈমানকে ফিরিয়ে আনতে এবং পুনরায় জীবিত করতে একজন প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী আবির্ভুত হবেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.) ১৮৩৫ খ্রি: ১৩ই ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ১৪ই শাওয়াল ১২৫০ হিজরী শুক্রবার ফজরের নামাযের সময় ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর জন্মের কয়েক বছর আগে ১৩শ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ হযরত সৈয়্যদ আহমদ বেরলভী (রহ.)এবং হযরত ইসমাইল শহীদ সাহেব হাজারা জেলার অন্তর্বর্তী বালাকোট নামক স্থানে শহীদ হয়েছিলেন। এবং ইংরেজ শাসক শক্তির অধীনে খ্রিষ্টান ধর্ম বন্যার ন্যায় পাঞ্জাব ব্যতীত ভারতের অবশিষ্ট সমগ্র অংশকে গ্রাস করতে চলেছিল। এর পরই পাঞ্জাবের পালা ছিল।

খ্রিষ্টানরা সর্বপ্রথমে, ঠিক ১৮৩৫খ্রি: অর্থাৎ- হযরত আকদাস (আ.)-এর জন্মের বছরে লুধিয়ানায় তাদের প্রথম প্রচার মিশন কায়েম করে। সুতরাং তা কেমন ঐশী হস্তক্ষেপ ছিল যে, একদিকে ক্রুশীয় ধর্ম প্রচারের ব্যাবস্থা হচ্ছে, অপর দিকে খোদাতা'লা এই ফিৎনা অংকুরে বিনাশের উদ্দেশ্যে ক্রুশ ভঙ্গকারীকে অর্থাৎ ইমাম মাহদী (আ.)-কে নিকটবর্তী এক জেলায় আবির্ভূত করলেন। অতঃপর এই ক্রুশ ভঙ্গকারী যখন দীক্ষা গ্রহণ করার জন্য আদিষ্ট হলেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম বয়াত নেবার স্থান হিসেবে লুধিয়ানাকে মনোনিত করলেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) শিখ আমলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের আগে তাঁর (আ.) পরিবার উদ্বেগময় অবস্থায় ছিল। কিন্তু তাঁর (আ.) জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর (আ.) পরিবারের নির্বাসন অবস্থা ও আথির্ক কষ্ট দূরীভূত হয়ে যায়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যমজ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি (আ.) ভূমিষ্ট হওয়ার আগে একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হয় এবং কয়েকদিন পরেই তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি (আ.) কখনো কখনো বলতেন "আমার মনে হয়, এই প্রকারের জন্মের মাধ্যমে খোদাতা'লা আমার মধ্য থেকে নারীসূলভ স্বভাব সম্পূর্নরূপে দূরীভূত করেন।"

তাঁর (আ.) যমজ জন্মগ্রহণ করার মধ্যে আরও একটি বিষয় নিহিত ছিল। এতে সেই ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হলো, যা কোন কোন ইসলামি পুস্তকে লিখিত ছিল অর্থাৎ- "প্রতিশ্রুত মাহদী যমজ জন্মগ্রহণ করবেন"।

এবার আসা যাক হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর শৈশব কালে: একটি ফারসি প্রবাদ আছে "হোনহার দারাখ্ত কে চিক্নে চিকনে পাত।" অর্থাৎ ঠিক এই প্রবাদ বাক্য অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর শৈশব কালও অতিশয় পবিত্র ও উজ্জল ছিল। অন্য ছেলে-মেয়েদের সাথে অনর্থক খেলাধুলা বা দুষ্টামিতে যোগদান করা তাঁর অভ্যাস ছিল না। নবীগনের চিরন্তন রীতি অনুযায়ী একবার তাঁর ছাগল চরাবার সুযোগও হয়েছিল। তা এরূপে যে, একবার তিনি গ্রামের বাইরে এক কূপের উপর বসে ছিলেন। বাড়ি থেকে তাঁর কোন জিনিস আনার প্রয়োজন হলো। এক ব্যক্তি পাশেই ছাগল চরাচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন, তুমি আমাকে বাড়ি থেকে অমুক জিনিস এনে দাও। সেই ব্যক্তি বলল, আমার ছাগলগুলো দেখবে কে? তিনি (আ.) বললেন, তুমি যাও আমি দেখবো। তদনুযায়ী তিনি তাঁর ছাগলগুলো চরাতে লাগলেন। এভাবেই তিনি নবীদের সুন্নত পালন করলেন। তিনি (আ.) যখন সহপাঠীদের সাথে মিলিত হতেন তখন তিনি তাদেরকে তাঁর (আ.) জন্য দোয়া করতে বলতেন।

একেবারে ছোটবেলাতেই একজন সমবয়স্কা মেয়েকে [পরে যার সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল] তিনি বলেন,"দোয়া কর যেন খোদা আমাকে নামাজ পড়ার সৌভাগ্য দেন"।

তাঁর পবিত্র স্বভাব, সাধু চরিত্রের অভ্যাসের জন্য যে কেউ তাঁকে অন্তঃর্চক্ষু দিয়ে দেখেছেন সে তাঁর ভক্ত হয়েছেন।

বেলুচিস্তান নিবাসী মিয়া মুহাম্মদ হুসায়েন সাহেব বলেন, আমাকে বোরহানুদ্দিন সাহেব (রা.) বলেছেন যে, একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কিল্লা মিঞা সিংহের মৌলবী গোলাম রসূল সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন। ঐ মজলিসে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। কথা প্রসঙ্গে মৌলবী গোলাম রসূল সাহেব বললেন,"এ জামানায় কোন নবী হওয়ার থাকলে এই ছেলে নবুয়্যতের যোগ্য।" মৌলবী সাহেব একজন অলি ও কেরামত সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর (আ.)-এর দেহে স্নেহভরে হাত বুলাতে বুলাতে এ কথা বলেছিলেন। বোরহানুদ্দিন (রা.) বলেন যে, তিনি নিজেও ঐ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন।

এবার হযরত আকদাস (আ.)-এর শিক্ষা সর্ম্পকে আলোচনা করা যাক। ইংরেজ শাসনের আগে পাঞ্জাবে শিখ রাজত্ব ছিল। শিক্ষার প্রতি শিখ গভর্নমেন্টের আদৌ কোন দৃষ্টি ছিল না। দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সন্তানদের পাঠদানের উদ্দেশ্যে নিজ ঘরেই শিক্ষক রাখতেন। হযরত আকদাস (আ.)-এর শিক্ষার জন্যও এমন ব্যবস্থা হয়েছিল।

হযরত (আ.)-এর বয়স যখন ৬/৭ বছর, তখন একজন ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞ মৌলবীকে তাঁর জন্য শিক্ষক হিসেবে উপযুক্ত বেতনে নিযুক্ত করা হয়। তিনি হুযুর (আ.)-কে কোরআন শরীফ ও কিছু ফার্সী কিতাব পড়িয়েছিলেন। এই শিক্ষকের নাম ছিল ফযলে ইলাহি। হুযুর (আ.)-এর বয়স যখন আনুমানিক ১০ বছর হয় তখন একজন আরবী জানা আলেম যার নাম ফযল আহমদ তিনি শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। হুযুর (আ.) বলেন, "আমার শিক্ষা খোদা তা'লার ফযলের অর্থাৎ তাঁর বিশেষ কৃপার একটা প্রাথমিক বীজ হওয়ার ফলে সেই শিক্ষকদের নামের প্রথম শব্দও 'ফযল'-ই ছিল। তাঁর (আ.)-এর শিক্ষকগণ দীনদার ও বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর (আ.)-এর বয়স যখন ১৭/১৮ বছর হলো তখন তিনি গুল আলী শাহ নামক শিক্ষকের কাছ থেকে আরবী ব্যকরণ, যুক্তিবিজ্ঞান এবং দর্শন শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর সম্মানিত পিতা একজন প্রখ্যাত হেকিম ছিলেন। সুতরাং তাঁর কাছে তিনি হেকিমী চিকিৎসা বিষয়ক কতিপয় পুস্তকও পাঠ করেছিলেন।

উপরে উল্লেখিত তিন জন শিক্ষক যাদের কাছ থেকে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) শিক্ষা অর্জন করেছিলেন তারা মুসলমানদের মধ্যে প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়গুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শিক্ষকগণ হানাফী, আহলে হাদীস ও শিয়া সম্প্রদায়ের ছিলেন। ফলে তিনি (আ.) তাদের কাছ থেকে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও ক্রিয়া-কর্ম, আকায়েদ, আমল সমন্ধে বেশ কিছুটা জ্ঞান অর্জন করেন।

বাল্যকাল থেকেই হযরত মসীহ মওউদ(আ.)-এর অভ্যাস ছিল সর্বদা বই-পুস্তক পাঠে মগ্ন থাকা, আর গরিব-মিসকিনদের মাঝে অন্ন-বস্ত্র বিতরণ করা। বংশানুক্রমে মজুদকৃত পিতার লাইব্রেরীর নানাবিধ পুস্তকাদি তিনি দিবা-রাত্র অধ্যয়ন করতেন। তাছাড়া সাময়িকী, ম্যাগাজিন এবং সে যুগের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পাঠে মশগুল থাকা ছিল তাঁর দৈনন্দিন অভ্যাস। জমিদার বংশের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও বন্ধু-বান্ধব ও সমবয়সীদের সঙ্গে মিলে-মিশে আড্ডা দেওয়া, আমোদ-প্রমোদে যোগদান করা হতে বিরত থাকতেন। স্বভাবতঃই তিনি ছিলেন নিরীহ প্রকৃতির এবং লাজুক স্বভাবের। যৌবনে পদার্পন করে তিনি অধিকতর ধর্মভীরু হয়ে উঠলেন। ধর্মে-কর্মে, ইবাদতে, যিকরে ইলাহীতে এবং অন্যদেরকে ধর্ম শিক্ষাদানে রত থেকেই তিনি দিনাতিপাত করতেন।

এবার মসীহ মওউদ (আ.)-এর খেলাধুলা সর্ম্পকে আলোচনা করা যাক। উপরে যেই সময়ের (যুগের) আলোচনা করেছি, সে সময়ে সাধারনত কুস্তি, কাবাডি, মুগুর ভাঁজা এবং ভার মুগুর উত্তোলনের ব্যায়াম ও খেলা প্রচলিত ছিল। কর্মহীন লোকদের মধ্যে পাখি ধরা,পাখি পালন এবং মোরগ লড়াই এর সাধারণ প্রচলন ছিল। হযরত আকদাস (আ.) শেষোক্ত যাবতীয় আমোদ-প্রমোদগুলো স্বভাবত পছন্দ করতেন না। তথাপি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্য থেকে তিনি নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করতেন। বাল্যকালেই তিনি সাঁতার শিখেন। কখনও কখনও কাদিয়ানের পুকুরগুলোতে তিনি সাঁতার কাটতেন এবং প্রথম জীবনে ঘোড়ায় চড়াও শিখেছিলেন। এগুলোতে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। তার (আ.)-এর বিশেষ ব্যায়াম ছিল পায়ে হেঁটে চলা। শেষ বয়স পর্যন্ত তিনি (আ.) অনেক দূর দূরান্তে হেঁটে যেতেন এবং অত্যন্ত দ্রুত হাটতেন।

হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) বাল্যকাল থেকেই খোদার ভয়ে ভীত থাকতেন এবং সকল প্রকার পাপ ও অনর্থক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতেন এবং সমবয়স্কদের ভাল কাজের নসীহত করতেন।

আল্লাতা'লা আমাদের সবাইকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার উপর আমল করার তৌফিক দিন। (আমিন)